

Please check the examination details below before entering your candidate information

Candidate surname

Other names

Pearson Edexcel
International GCSE (9–1)

Centre Number

--	--	--	--	--

Candidate Number

--	--	--	--	--

Monday 4 May 2020

Afternoon (Time: 2 hours 30 minutes)

Paper Reference **4BA0/01**

Bangla

Paper 1: Reading, Writing and Translation

You do not need any other materials.

Total Marks

Instructions

- Use **black** ink or ball-point pen.
- **Fill in the boxes** at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
- There are **three** sections you must answer:
 - Section A Questions 1–4
 - Section B Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c)
 - Section C Question 7.
- Answer the questions in the spaces provided
 - *there may be more space than you need.*
- You must **not** use a dictionary.

Information

- The total mark for this paper is 100.
- The marks for **each** question are shown in brackets
 - *use this as a guide as to how much time to spend on each question.*

Advice

- Read each question carefully before you start to answer it.
- Check your answers if you have time at the end.

Turn over ►

P61953A

©2020 Pearson Education Ltd.

1/1/1/1/1/1/




Pearson

SECTION A: READING

Answer ALL questions.

Write your answers in the spaces provided.

Multiple-choice questions must be answered with a cross . If you change your mind about an answer, put a line through the box and then mark your new answer with a cross . Open-response questions do not have to be written in full sentences and you may respond using single words or phrases.

- 1 “বাংলাদেশে আগামী দিনের গণিত প্রতিভার খোঁজ” সম্বন্ধে নিচের লেখাটি পড়ো এবং শব্দ তালিকা থেকে সঠিক শব্দের অক্ষরটি নিয়ে প্রতিটি বাক্সে বসান।

বাংলাদেশে আগামী দিনের গণিত প্রতিভার খোঁজ

আজ ঢাকায় শুরু হলো দশম বাংলাদেশ জাতীয় গণিত উৎসব ক্যাম্প। এ বছর বাংলাদেশের সব এলাকা থেকে মোট ৮৫ জন সেরা শিক্ষার্থীকে বাছাই করা হয়েছে গণিত ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য। লন্ডনে আগামী বছরের জুলাইতে অনুষ্ঠিত হবে ৬১তম আন্তর্জাতিক গণিত উৎসব। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে।

শিক্ষার্থীরা তিনটি পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দল। প্রত্যেক দল থেকে সেরা তিনজন শিক্ষার্থী লন্ডনে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তারা লন্ডনে গিয়ে তাদের ইংরেজ সহপাঠীদের জীবনযাত্রা ও লেখাপড়া সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার জন্য ভীষণভাবে উত্তেজিত।

কমবয়সী এসব শিক্ষার্থী তাদের পরিবার ছেড়ে প্রথমবারের মতো এই ক্যাম্পে স্বাধীনভাবে থাকতে এসেছে। ক্যাম্প তাদেরকে আরও স্বনির্ভর হতে এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করতেও উৎসাহ দিয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক এই সমারোহের শেষে ওখানকার প্রত্যেক বিজয়ী বাকিংহাম প্যালেসে ইংল্যান্ডের রাণীর সাথে দেখা করার সুযোগ লাভ করবে।



A শহরতলীতে

B অঙ্ক

C অংশ

D ধাপে

E বিষয়ে

F রাজধানীতে

G রাণীর

H আশ্রয়

I বন্ধু-বান্ধব

J রাজার

K পরিবার

L গ্রীষ্ম

M শীত

উদাহরণ:	ঢাকায় শুরু হয়েছে জাতীয় ... ক্যাম্প।	B
1 (a)	পঁচাশি জন শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পে ... নেবে।	
1 (b)	তিনটি ... শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে।	
1 (c)	বিজয়ীরা এই আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগ দিতে ইংল্যান্ডের ... যাবে।	
1 (d)	আন্তর্জাতিক এই সমারোহটি অনুষ্ঠিত হবে ... কালে।	
1 (e)	এসব ছাত্রছাত্রী প্রথমবার তাদের ... ছেড়ে স্বাধীনভাবে থাকবে।	
1 (f)	আন্তর্জাতিক এই উৎসবের বিজয়ীরা প্রত্যেকেই ... সাথে দেখা করবে।	

(Total for Question 1 = 6 marks)



- 2 “লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ” সম্বন্ধে নিচে দেওয়া তিনজন তরুণ-তরুণীর লেখাগুলো পড়ো এবং সঠিক বাক্সে চিহ্ন দিয়ে সঠিক নাম/নামগুলোর সঙ্গে বাক্যগুলো মেলাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের সঙ্গে নামের মিল না-ও থাকতে পারে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ

নাইম



আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ ভূগোলের ছাত্র। বাংলাদেশ টেলিভিশনের গবেষক হিসেবে কাজ করছি। দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করছি। এই কাজটা বেশ উপভোগ করছি কারণ আমার প্রজেক্ট লিখতে এটা সহায়ক হচ্ছে। তেমনি আমি সাংবাদিকতার কাজেও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতালাভ করছি। এর কারণ ভবিষ্যতে আমি একজন সাংবাদিক হতে চাই।

ফারিয়া



আমি আর্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমার প্রিয় শখ নিজ হাতে কারুশিল্পের কাজ করা। আমি এগুলো অনলাইনে বিক্রি করি এবং এ পর্যন্ত ১০০টি কারুকাজের জিনিস বিক্রি করেছি। হাতে তৈরী গলার মালাও আমি ১০ হাজারের বেশি দামে বিক্রি করেছি। শুরুতে লেখাপড়ার পাশাপাশি এসব জিনিস তৈরি করা আমার জন্য সহজ ছিলো না, তবে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার ফলে আমার ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়। এতে আমি লেখাপড়ার ব্যয়ভার পুরোপুরি নিজেই নিতে পারি।

রাশিদ



আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে পড়ছি। ছোটবেলা থেকে বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। তবে গাড়ির প্রতি আমার ছিলো দারুণ ঝোঁক। শনি-রবিবারে আমি আমার মামাতো ভাইকে তার গ্যারেজে গাড়ি সারানোর কাজে সাহায্য করি। কষ্টের কাজ হলেও এতে আমার বই-খাতা কেনা ও থাকার খরচ উঠে আসে। তাই আর্থিকভাবে মা-বাবার ওপর আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে না।

		নাইম	ফারিয়া	রাশিদ
উদাহরণ:	নিজ হাতে জিনিস তৈরি করা আমার শখ।	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	আমি প্রথম বর্ষে পড়ছি।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	আমি মিডিয়াতে অনুসন্ধানের কাজ করি।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	আমি একজন সাংবাদিক হতে চাই।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	আমার সফল একটি অনলাইন ব্যবসা আছে।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	গাড়ির প্রতি আমার অনেক ঝোঁক।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	আমি আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Total for Question 2 = 8 marks)

- 3 বাংলাদেশের একটি দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে নিচের নিবন্ধটি পড়ো। বাংলায় নম্বর অথবা শব্দ/শব্দমালা দিয়ে নোটগুলো পূরণ করো।

ভাওয়াল

ভাওয়াল বাংলাদেশের একটি অন্যতম জাতীয় উদ্যান। এই উদ্যানটি রাজধানী ঢাকা থেকে উত্তরে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।

ইংরেজ আমলে ভাওয়াল বনের প্রথম সত্ত্বাধিকারী ছিলো গাজী পরিবার ও পরে এর মালিক হয় রাজা-জমিদার পরিবার। ইতিহাসের পালাবদলে নানান হাত ঘুরে এই বনের অধিকাংশ এসেছে ঢাকা বন বিভাগের আওতায়। এই বনে এখনো টিকে আছে হরিণ সহ প্রায় ৬৪ প্রজাতির প্রাণী। তাছাড়া শালবৃক্ষ সহ ২২১ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে এখানে। বিশাল জায়গা জোড়া ভাওয়াল শালবনের এই উদ্যান ১৯৮২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই উদ্যান বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বিনোদনমূলক পর্যটন কেন্দ্র। এখানে পিকনিক স্পট ছাড়াও নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগের জন্য বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত অতিথিশালা রয়েছে। এসব অতিথিশালাগুলোর অত্যধিক চাহিদা থাকায় এগুলো অন্তত তিনমাস আগে থেকে বুকিং দিতে হয়। পাশেই রয়েছে সুদৃশ্য কৃত্রিম লেইক যেখানে জলক্রীড়া করার আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা রয়েছে। এছাড়াও সেখানে লোকজনের জন্য দলবেঁধে নৌবিহারের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধু বিনোদনের জন্যই নয়, বরং ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট ও গবেষণার কাজেও এই উদ্যান ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি ১৫ টাকা। প্রতি বছর দেশী-বিদেশী অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন।

উদাহরণ: ভাওয়াল: জাতীয় উদ্যান

- (a) ভাওয়ালের অবস্থান: (1)
- (b) রাজধানী থেকে এর দূরত্ব: (1)
- (c) ব্রিটিশ শাসনকালে এর সত্ত্বাধিকারী ছিলো: আর (2)
- (d) এই বনে আছে: আর (2)
- (e) ১৯৮২ সালে এই বন: (1)
- (f) বিনোদনের জন্য এখানে রয়েছে: আর (2)
- (g) বিনোদন ছাড়াও এই বনের ব্যবহার হয়: আর (2)
- (h) মাথাপিছু পনেরো টাকা হচ্ছে এই বনের: (1)

(Total for Question 3 = 12 marks)

4 (a) নিচে দেওয়া “ছেলেবেলার স্মৃতি” গল্পের অংশবিশেষ পড়ো।

ছেলেবেলার স্মৃতি

ছেলেবেলায় আমি আমার ভাইবোনের সাথে এক সুখী পরিবারে বেড়ে উঠেছি। বাবা আমাদের ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা আবাসিক স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মায়ের কাছ থেকে আমি কখনো দূরে থাকিনি বলে এটা আমার জন্য ছিলো বড়ো একটা ধাক্কা। স্কুলটা অনেক দূরে বলে বাবা-মা স্কুলের নিকটতম একটা শহরে বদলি হয়ে আসলেন।

বাবা আমাকে ক্লাশ শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যে স্কুলে ভর্তি করাতে এনেছিলেন তার নাম সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল। আমার বড়ো ভাই তখন ঐ স্কুলে পড়তেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার জোসেফ। খুব নম্র, ভদ্র ও হাসিখুশির মানুষ।

স্কুলে ভর্তি হতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। স্কুলের একটি অলিখিত নিয়ম ছিলো যে বড়ো ভাই যদি একই স্কুলে পড়ে তাহলে ছোটো ভাইও সেই স্কুলে পড়তে পারবে। ভর্তির জন্য তাই আমাকে কোনো লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়নি। অবশ্য মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো ব্রাদার জোসেফের রুমে। বাবা আমার সাথেই ছিলেন। আমি একের পর এক ব্রাদার জোসেফের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। তিনি কিছুতেই আমাকে ঠেকাতে পারলেন না। ব্রাদার জোসেফ আমার সঠিক জবাব শুনে খুব খুশি হলেন।

অল্পবয়স থেকেই নামকরা লেখকদের ভয়ের গল্প পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগতো। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার প্রিয় লেখক এ্যালেন পো-র জনপ্রিয় এক ভৌতিক সিনেমা গুলিস্তান সিনেমা হলে ম্যাটিনি শো'তে চলছিলো। কাজেই শো দেখার জন্য ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে স্কুল পালাতেই হলো। ব্রাদার জোসেফের কাছে অবশ্য ধরা খেলাম। তবে সিনেমাটা এতেই উপভোগ্য ছিলো যে এর কাছে শাস্তিটা যেন ফিকে হয়ে গিয়েছিলো। ছেলেবেলার এসব স্মৃতি কি ভোলা যায়!

গল্পটিতে যে-সব তথ্য রয়েছে তা ব্যবহার করে বাংলায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লেখার প্রয়োজন নেই।

(i) ছেলেবেলায় কোন স্মৃতি লেখককে প্রথম নাড়া দিয়েছিলো? কেন?

(2)

(ii) লেখকের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের স্বভাব কেমন ছিলো? দুটি বিষয় লেখো।

(2)



(iii) লেখকের স্কুলে ছাত্রদের কীভাবে ভর্তি করা হতো? তিনটি বিষয় লেখো।

(3)

(iv) ছেলেবেলায় লেখকের প্রিয় শখ কী ছিলো?

(1)

(v) লেখক তাঁর শখ কীভাবে মিটিয়েছিলেন? দুটি বিষয় লেখো।

(2)

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA



4 (b) “ছেলেবেলার স্মৃতি” বিষয়ে আলোচনাটি পড়ে বাংলায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুইজন বন্ধু ‘ছেলেবেলার স্মৃতি’ লেখাটি আলোচনা করছে।

শাওন: “দেখো মৌসুমী, যিনি এই লেখায় তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করেছেন তা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। আমার বেশ ভালো লেগেছে সন্তানদের ভালো শিক্ষাদানে লেখকের বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত এবং লেখকের স্কুলে ভর্তির অভিজ্ঞতা। আমার বাবা-মা দুজনেই এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন। প্রায়ই অফিসের কাজে তাঁদের দেশের বাইরে যেতে হয়। তাই বাবামায়ের সান্নিধ্য আমরা বিশেষ পাইনা। বেতনভুক্ত আয়ই আমাদের দেখাশুনা করেন। লেখাপড়া ও স্কুলের কাজগুলো গৃহশিক্ষকরা দেখেন। ব্যস্ততার কারণে তাঁরা আমাদের লেখাপড়ার অগ্রগতি নিয়ে অভিভাবক সঙ্কায় আলোচনায় বসতেও ব্যর্থ হন! এতে আমি মাঝেমাঝে বেশ হতাশ হয়ে পড়ি। আমি মনে করি, বাবা-মায়ের অধিক সময় বাড়িতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটানো দরকার, অন্যথায় ছেলেমেয়েরা লেখকের মতো স্কুল পালাবে।”

মৌসুমী: “আমি কিন্তু বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখছি। আমি মনে করি, এই পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে আমাদের সবাইকে কমবেশি তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ বাবা-মা চাকরী করছেন। আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে তাঁদের সন্তানদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। লাখ লাখ টাকা তাঁরা খরচ করে ভালো ভালো স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছেন। তবে একথাও ঠিক যে বাবা-মায়েরা যদি সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হন এবং বন্ধু-সুলভ আচরণ ও অনুশাসনে তাদের প্রতিপালন করেন, তাহলে বাবা-মায়ের সঙ্গলাভ ছাড়াই তারা জীবনে সফলতালাভের আরও ভালো সুযোগ পাবে। লেখকের লেখায় এটা স্পষ্ট যে বাবা-মায়ের সহায়তায় তিনি নতুন স্কুলে মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন। তবে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখলেও সেটা তার লেখাপড়ায় বিশেষ ক্ষতি হয়নি।”

(i) নিচের বিষয়গুলোর ওপর প্রথম বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের আচরণ (1)
- সন্তানের স্কুলের অগ্রগতিতে বাবা-মায়ের ভূমিকা (1)

(ii) নিচের বিষয়গুলোর ওপর দ্বিতীয় বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- পবিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও সন্তানদের চাহিদা মেটানো (1)
- সন্তানের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা (1)

(Total for Question 4 = 14 marks)

TOTAL FOR SECTION A = 40 MARKS



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 5 = 14 marks)



6 নিচের তিনটি কাজ থেকে যেকোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে তার ওপর বাংলায় প্রায় ১৪০ শব্দের মধ্যে লেখো।

(a) কাজ ১

তোমার শহরের পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য কী কী করণীয় তার ওপর বাংলা পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- তোমার এলাকার পরিবেশসম্বন্ধীয় প্রধান সমস্যাগুলো কী কী
- তোমার এলাকায় পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড়ো কারণগুলো কী কী
- তোমার এলাকার পরিবেশ উন্নত করার জন্য তুমি কী কী করবে

(26)

(b) কাজ ২

হ্যালো,

তোমার বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি। সপরিবারে আমাকে নিমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ রইলো। তবে তোমার বোনের বিয়েতে আসতে পারবো না বলে দুঃখিত। নানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মায়ের সঙ্গে নানাকে এখন দেখাশুনা করছি। তাই বিয়ের আয়োজন ও অন্যান্য খবরাখবর লিখে জানিও।

ভালো থাকো,

মাহিন

তোমার বোনের বিয়ের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে মাহিন যে টেক্সটটি পাঠিয়েছে এর জবাবে তুমি একটি ই-মেইল লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- বিয়ের উৎসবে অতিথিদের থাকা-খাওয়ার আয়োজন
- বাবা-মায়ের পছন্দে বিয়ে অথবা নিজের পছন্দে বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত
- নিজের বিয়ে সম্পর্কে তোমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

(26)

(c) কাজ ৩

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব সম্বন্ধে তুমি একটি ব্লগ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- তুমি প্রতিদিন কতোটা প্রযুক্তি ব্যবহার করো, কেন
- সুস্থ জীবনযাপনে প্রযুক্তির প্রভাব
- পারিবারিক জীবনে প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব

(26)

Indicate which question you are answering by marking a cross ☒ . If you change your mind, put a line through the box ~~☒~~ and then indicate your new question with a cross ☒ .

Question 6(a)

Question 6(b)

Question 6(c)

Area with horizontal dotted lines for writing answers.

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 26 horizontal dotted lines.

(Total for Question 6 = 26 marks)

TOTAL FOR SECTION B = 40 MARKS



SECTION C: TRANSLATION INTO BANGLA

Write your answer in the space provided.

7 নিচের লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করো।

Amongst the countries in South Asia, Bangladesh is one of the few countries where female employment has increased in the last decade. The female employment rate has increased by 10% between 2003 and 2016. While acknowledging Bangladesh's achievements, women are still in the minority in the workplace as they represent only 36% of the workforce.

There is a need for a change in employment laws and policies to ensure that women have equality of opportunity to access jobs in all sectors. Reducing the wage gap between men and women would also help create better equality.

(20)

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

(Total for Question 7 = 20 marks)

TOTAL FOR SECTION C = 20 MARKS
TOTAL FOR PAPER = 100 MARKS



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

Source information

Question 2

- © iStock / Getty Images Plus
- © Deepak Sethi/Getty Images
- © Deepak Sethi/Getty Images

